করোনা সংকটে বিপাকে চুয়াডাঙ্গার ফুলচাষীরা

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে ফুলচাষ করে বিপাকে পড়েছেন চুয়াডাঙ্গার ফুলচাষীরা। শ শ একর জমির ফুল জমিতে নস্ট হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় বিপাকে পড়েছেন চুয়াডাঙ্গার ফুলচাষীরা। বড় ধরনের লোকসান গুনতে হবে তাদের। এমনকি বেশিরভাগ ফুলচাষীর হাতে নতুন করে চাষাবাদ করার টাকাও থাকবে না। চুয়াডাঙ্গার ফুলচাষীদের দাবি, ফুলচাষিদের বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে আর্থিক অনুদান দিতে হবে।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৬৩ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন ধরণের ফুলের আবাদ হয়েছে। বিভিন্ন মৌসুমে বিক্রির উদ্দেশ্যে ফুলচাষীরা ফুলের আবাদ করে থাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ফুল বিক্রি করার পথ তাদের হাতে নেই। বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা হওয়ায় কৃষকরা তাদের ফুল বিক্রি করতে পারছেন না।

ফুলচাষী শাহীন আলী জানান, চুয়াডাঙ্গা জেলার বেশিরভাগ ফুল ঢাকায় পাঠানো হয়। এ বছর সেই রাস্তাও বন্ধ। যানবাহন চলাচল বন্ধ এবং চাহিদা না থাকায় ফুল ঢাকাতে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। কৃষিপণ্য হিসেবে কোনোভাবে ঢাকায় ফুল পাঠানো গেলেও ক্রেতা পাওয়া যাবে না বলে মনে করছেন ফুলচাষীরা।

চুয়াডাঙ্গার কেদারগঞ্জ গ্রামের ফুলচাষী আলম আলী জানান, একের পর এক লোকসান দিতে দিতে ফুলচাষীদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। নতুন করে চাষ করার মতো টাকা-পয়সাও কৃষকদের হাতে নেই। চুয়াডাঙ্গার ফুলচাষীদের পড়তে হবে বড় ধরণের বিপর্যয়ে।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ পরিচালক সুফি মোঃ রফিকুজ্জামান বলেন, এসময় রজনীগন্ধ্যা ও গাঁদা ফুল বেশি বিক্রি হয়।

চুয়াডাঙ্গার বেশিরভাগ কৃষক এই দুটি ফুলের চাষ করেছেন। এছাড়াও গোলাপ এবং অন্যান্য আরো কিছু ফুলচাষ আছে। ফুল কৃষিপণ্য। কৃষিপণ্য পরিবহনে বাধা নেই। কিন্তু সমস্যা হলো এবারের নববর্ষে ফুল বিক্রি হবে না বললেই চলে। কৃষকের জন্য অবশ্যই তা ক্ষতির কারণ হবে।

দামুড়হুদায় আগুনে পুড়ে বিধবার মৃত্যূ

দামুড়হুদায় ঘরে আগুন লেগে আনোয়ারা বেগম (৭৫) নামে এক বিধবার মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দিনগত রাত দেড়টার দিকে দামুড়হুদার রঘুনাথপুর গ্রামে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

আজ রবিবার সকাল ১০টার দিকে তার দাফন সম্পন্ন হয়েছে। আনোয়ারা বেগম একই গ্রামের মৃত আবদিল মোল্লার স্ত্রী।

প্রতিবেশীরা জানান, তিন সন্তানের জননী বিধবা আনোয়ারা বেগম নিজের জমিতে একটি ঘর বানিয়ে একাই বসবাস করতেন। তার বসতঘরের ভেতরে প্রচুর পরিমাণ জ্বালানি কাঠ রাখা ছিল। রাত দেড়টার দিকে ঘরে আগুন জ্বলতে দেখে প্রতিবেশীরা চিৎকার করলে গ্রামবাসী ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই ঘরে থাকা সকল জ্বালানি কাঠসহ ঘরের সকল মালামাল পুড়ে শেষ হয়ে যায়।

এ সময় ঘরে থাকা আনোয়ারা বেগম আগুনে পুড়ে মারা যায়। কিভাবে আগুন লাগলো কেউ বলতে না পারলেও অনেকের ধারনা বিধবার ঘরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক তার থেকে আগুন লাগতে পারে। আজ রবিবার সকাল ১০টার দিকে স্থানীয় কবরস্থানে তার দাফন সম্পন্ন হয়।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় দুরত্ব বজায় রেখে হতদরিদ্রদের মাঝে চাল বিতরণ

করোনা ভাইরাসের কারণে দরিদ্র ও ছিন্নমূল মানুষদের খাদ্য সমস্যা নিরসনে দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা কবরস্হানে সামাজিক দুরত্ব বজায়

রেখে শেখ হাসিনার বাংলাদেশ–ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ এ শ্লোগান কে সামনে রেখে খাদ্য বান্ধব কর্মসৃচি চাল বিতরণ করা হয়েছে।

আজ রবিবার সকাল ১০ টা হতে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় হতদরিদ্রদের মাঝে ১০ টাকা কেজি মৃল্যে প্রত্যেক কার্ডধারী কে ৩০ কেজি করে এ চাল বিতরণ করা হয়।

চাল বিতরণ করার সময় উপস্হিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক আব্দুস সালাম বিশ্বাস, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হতদরিদ্র ডিলার মোস্তাফিজুর রহমান কচি, সার্বিক সহযোগিতা করেন মঞ্জুর রাশেদ তুহিন প্রমুখ।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় বক্স সেপ বাজার ম্যানেজমেন্ট চালু

বক্স সেপ বাজার ম্যানেজমেন্ট করোনার সংক্রমণ রোধে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে গতকাল শনিবার সকাল ৮টায় দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে “বক্স সেপ বাজার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম” কার্পাসডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ফুটবল মাঠে চালু করা হয়।

একটি বক্স থেকে অন্য বক্সের দূরত্ব ১০ ফুট এবং এই লাইন থেকে অন্য লাইনের দূরত্ব ২০ ফুট। প্রতিটি বক্সে একটি দোকান বসবে। একটি দোকানে একজন ক্রেতা পণ্য ক্রয় শেষ হলে অন্যজন ক্রয় করবে। চুন দিয়ে বক্সগুলো তৈরি করা হয়।

এটি বাস্তবায়নে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন ও কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক সমিতির সার্বিক সহযোগিতায় এ কাজগুলো সম্পন্ন করেছেন।

এ জন্য দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন ও কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক সমিতির সকল সদস্যেদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন এলাকার

সচেতন মহল। পরর্বতী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজার এখন থেকে এই ব্যবস্থাপনায় চলে আসবে।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনে জন্যে, একটু সহানুভুতি কি পেতে পারি, বিশ্ব যখন করোনাভাইরাসে আতঙ্ক, এবং আতঙ্কে বসবাস করছে ঘরমুখী পরিবার।

অসহায়ত্ব মানুষের মাঝে দাঁড়িয়েছেন বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ওয়েভ ফাউন্ডেশন। ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উদ্দ্যেগে করোনায় ঘরমুখী পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন।

গতকাল শনিবার বিকাল ৪ টায় দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা ভূমি অফিস প্রাঙ্গনে এ ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন।

ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলার নির্বাহী অফিসার এসএম মুনিম লিঙ্কন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্হিত ছিলেন মো. মহিউদ্দীন এসময় উপস্থিত ছিলেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের রিজিওনাল অফিসার জিল্লুর রহমান যুদ্ধ, প্রকল্প সমন্বয়কারী-কিতাব উদ্দিন, সমন্বয়কারী আওয়াল হোসেন প্রমুখ।

সরকারি নির্দেশনা অমান্য করায় চুয়াডাঙ্গায় সাতজনকে জরিমানা

করোনা পরিস্থিতিতে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করায় চুয়াডাঙ্গায় পৃথক ভ্রাম্যমাণ আদালতে সাতজনকে জরিমানা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দিনব্যাপি শহরের বিভিন্ন এলাকায় এসব আদালত পরিচালিত হয়। এতে সাতজন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ১৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আমজাদ হোসেন জানান, করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য চুয়াডাঙ্গা জেলার বিদেশ থেকে আগত সকলের হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরণ, জনসমাবেশ বন্ধকরণ, বাজার মনিটরিং এবং সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনের একাধিক আদালত জেলা শহরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে। দিনব্যাপি কার্যক্রমে আদালত জনসচেতনতা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এসময় সরকারি নির্দেশনা অমান্য করায় সাতজনকে জরিমানা করা হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলার বলিয়ারপুর-সোনাতনপুর পিচ রাস্তা নির্মাণে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ

আলমডাঙ্গা অফিস: আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নের বলিয়ারপুর-সোনাতনপুর গ্রামে পাকা রাস্তা নির্মাণে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে।
প্রায় দুই কিলোমিটার নির্মিত এ রাস্তায় ব্যবহার করা হচ্ছে নিন্মমানের ইটসহ কিছু কিছু জায়গায় বালির বদলে মাটি। এলাকাবাসীর অভিযোগ, অবিলম্বে রাস্তায় এসব নিন্মমানের ইট অপসারণ করে উন্নতমানের ইট দিয়ে নতুন করে রাস্তা নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন

এলাকাবাসী।
বলিয়ারপুর-সোনাতনপুর গ্রামের অনেকেই অভিযোগ করে জানান, ঠিকাদারী প্রতিষ্টান ব্যাপক অনিয়ম করে রাস্তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। করোনা ভাইরাসের কারণে দেশব্যাপী রাস্ট্রীয়ভাবে সমস্ত প্রকার কাজ বন্ধের নির্দেশ থাকলেও নিজেদের দাম্ভিকতা দেখিয়ে কন্টেক্টার টিটু মিয়া দেদারচ্ছে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।
রাস্তার এ কাজে ইতোপূর্বে গ্রামবাসীর প্রতিরোধের মুখে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মাদানী এন্টারপ্রাইজের সত্বাধিকারী টিটু মিয়া বালির বদলে মাটি উঠিয়ে নিতে কিছুটা বাধ্য হলেও এখন ১নং ইটের বদলে ৩নং ও ৪নং ইট দিয়ে রোলিং করছে।
এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রকৌশলী অফিসারকে ম্যানেজ করে রাস্তায় ব্যবহার করা হয়েছে নিন্মমানের ইট ও কিছু কিছু জায়গায় বালির বদলে মাটি দিয়ে কাজ করছে। এলাকাবাসীরা আরো অভিযোগ করেন, এই কাজে অনিয়মের বাধা দিতে গেলে বিভিন্নভাবে হুমকি দেয়া হয় তাদের।
তাই ক্ষুব্ধ তারা। তাদের দাবি নিন্মমানের ইট অপসারণ করে উন্নতমানের ইট দিয়ে অবিলম্বে নতুন করে রাস্তা নির্মাণ করা হোক। এদিকে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কারো বক্তব্য পাওয়া না গেলেও আলমডাঙ্গা উপজেলা এলজিইডির প্রকৌশলীর সাথে কথা বললে তিনি মোবাইলে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে তাৎক্ষণিক কাজ বন্ধের নির্দেশ দিলে মাত্র ১০ মিনিটের জন্য কাজ বন্ধ করে। কিন্তু পরবর্তীতে নিজেদের দাম্ভিকতা বজায় রাখতে দেদারচ্ছে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় এসব নিন্মমানের ইট অপসারণ করে উন্নতমানের ইট দিয়ে নতুন করে রাস্তা নির্মাণে সংশ্লিষ্টরা দ্রুত পদক্ষেপ নিবেন এমনটাই দাবি এলাকাবাসীর।

দামুড়হুদায় সরকারি চাল আত্মসাতের অভিযোগে ইউপি মেম্বর অবরুদ্ধ

চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগরের আপন ভাইয়ের ছেলের গুদামে পাওয়া গেছে ১০ টাকা মূল্যের ২৯ বস্তা সরকারি চাল।

অভিযোগ উঠেছে এমপির ভাইপো গিয়াস উদ্দিন ডেলিসের গুদামে চাল পাচারের পর খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তা জব্দ করেছেন। বুধবার রাতে দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুর এলাকা থেকে এ চাল নিয়ে

যাওয়া হয় পাশের বাস্তুপুর এলাকায় ডেলিসের গুদামে। এরপর বিষয়টি জানাজানি হলে চাল পাচারে সহযোগিতার অভিযোগ এনে এলাকাবাসী ইউপি মেম্বর রিকাত আলীকে অবরুদ্ধ করে।

স্থানীয়রা জানান, বুধবার রাত ৮টার দিকে ওয়ার্ড মেম্বর রিকাত আলী হাউলী ইউনিয়নের গোডাউনে থাকা ১০ টাকা মূল্যের ২৯ বস্তা সরকারি চাল আলমসাধু (ভটভটি) বোঝাই করে পাশের বাস্তুপুর গ্রামে নিয়ে যায়। সেখানে খাদ্য বিভাগের তালিকাভুক্ত ডিলার একই এলাকার রঘুনাথপুর গ্রামের মৃত মফিদুল হকের ছেলে গিয়াস উদ্দিন ডেলিসের গুদামে রাখা হয়। বিষয়টি জানাজানি হলে এলাকাবাসী ইউপি মেম্বরকে অবরুদ্ধ করে।

সংশ্লিষ্ট ডিলার গিয়াস উদ্দিন ডেলিস বলেন, তিনি হাউলী ইউনিয়নের দুটি ডিলারের চাল বিতরণ করেন। সম্প্রতি হতদরিদ্রদের তালিকা কিছুটা রদবদল হওয়ায় বাস্তুপুর এলাকার কয়েকজন দরিদ্র তাদের চাল নিতে পারেনি। তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ২৯ বস্তা চাল বাস্তুপুরে নিয়ে আসা হয়।

ওয়ার্ড মেম্বর রিকাত আলী জানান, সম্প্রতি প্রশাসনের নিয়মমতো হতদরিদ্রদের তালিকায় ১০ শতাংশ রদবদল হয়েছে। এর ফলে যাদের নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে তারা ভুল বুঝে তাকে অবরুদ্ধ করে।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এসএম মুনিম লিংকন জানান, অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। সংশ্লিষ্ট ডিলারের স্টক রেজিস্ট্রার ও মাস্টাররোল সংগ্রহ করা হয়েছে। অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদায় উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে আজ বুধবার দুপুর ১২ টার দিকে করোনা ভাইরাসে কার্পাসডাঙ্গা বাজারের বিভিন্ন ব্যাবসার সাথে জড়িত কর্মহীন হয়ে পড়া ব্যাক্তিদের মাঝে খাদ্য

সামগ্রী তুলে দেন দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্ট, প্যানেল চেয়ারম্যান আব্দুল হাকিম, মন্টু মেম্বর, আসলাম মেম্বর, মুকুল মেম্বর, ইউপি সচিব মহিউদ্দীন, কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক সমিতির সভাপতি ইমদাদুল হক ইমন, যুবলীগ নেতা আব্দুস সালাম ভুট্ট, ছাত্রলীগ নেতা অপু সরকার,

সাংবাদিক আতিয়ার রহমান, শরীফ রতন, মেহেদী হাসান মিলন সাংবাদিক আশরাফুজ্জামান রনি, সাংবাদিক আজিমউদ্দিন সাংবাদিক আমিনুল ইসলাম সাংবাদিক শাকিল আহাম্মেদ প্রমুখ।

করোনা মোকাবেলায় দামুড়হুদা ছাত্রলীগের কর্মসূচি

চলমান বিশ্বের ভয়াবহ আতঙ্ক করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আরিফুল মল্লিক (আরিফ)এর নেতৃত্বে ও পরিচালনায় জীবানুনাশক স্প্রে করা এবং মাস্ক, সাবান বিতরণ করা হয়।

উপজেলা ছাত্রলীগ গতকাল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমস্ত এলাকা সরজমিনে পরিদর্শনপূর্বক এলাকার বিভিন্ন পাড়া মহল্লা গুরুত্তপূর্ণ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে খণ্ড খণ্ড পথসভা ও উঠান বৈঠক করে করোনা সম্পর্কে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন হতে জনগণকে পরামর্শ দেন।

এ সময় উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি বলেন, করোনা থেকে সেভ থাকতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কোনো বিকল্প নেই।

এ সময় তিনি আরো বলেন, প্রতি আধাঘণ্টা বা এক ঘণ্টা অন্তর যদি হাত- পা সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলি ও জীনানুনাশক স্প্রে হাতে লাগিয়ে ফেলি তাহলে ৯৯% আমরা ঝুঁকিমুক্ত থাকবো ইনশাআল্লাহ।

এ সময় তিনি জেলার অন্যতম অভিভাবক বার-বার বিপুল ভোটে নির্বাচিত এমপি হাজী আলী আজগার টগরের সালাম ও শুভেচ্ছা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন।

একই সাথে উপজেলা ছাত্রলীগের এ শীর্ষনেতা আরো বলেন, আমাদের অভিভাবক হাজী আলী আজগর টগর এমপি বলেছেন, তাঁর শরীরে একফোঁটা রক্ত থাকা পর্যন্ত এ এলাকার কোনো মানুষ করোনায় মারা যাবেনা।

প্রয়োজনে যত টাকা পয়সায় লাগুক তিনি দেশে ও বিদেশের সর্বোচ্চ চিকিৎসা প্রদান করে তাদেরকে সুস্থ করে ভুক্তভোগী পরিবারে আনন্দময় পরিবেশের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখবেন।